দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 APR 2003 ..
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ

গত ২ এপ্রিল দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত 'বুয়েট অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম, মেধা তালিকায় এগিয়ে থাকারা নয়, সুযোগ পেয়েছে পিছনের শিক্ষার্থীরা' শীর্ষক খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (বুয়েট)। বুয়েটের রেজিস্ট্রার মোঃ শাহজাহান স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, অভিযোগটি তথ্যভিত্তিক নয়। বুয়েটে অনার্সে ভর্তি বলে কিছু নেই। বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় ফলাফল ঘোষণা করা হয় গত ১৭ জানুয়ারি। পর্যায়ক্রমে ১২০০ ছাত্র/ছাত্রীর সাক্ষাতকার নেয়া হয় এবং তাদের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট জমা রাখা হয়। বুয়েটে ভর্তির সর্বশেষ তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি অনুযায়ী ভর্তির কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মেডিক্যাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক তাঁদের জমাকৃত মার্কশীট ও সার্টিফিকেট ফেরত চান। ভর্তি কমিটি ছাত্রছাত্রীদের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে সার্টিফিকেট ও মার্কশীট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রতিবাদলিপিতে আরও বলা হয়, ৯০৫ মেধা তালিকার শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আরিফ রহমান নিজ ইচ্ছায় তার সার্টিফিকেট উঠিয়ে নিয়ে গেছে। মেধা তালিকা ৯০৬ এবং ৯৬১-এর মধ্যবর্তী প্রার্থীদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল, যারা নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী মেডিক্যাল টেস্টে অংশগ্রহণ করেনি, সাক্ষাতকার প্রদান করেনি, ফলে মাঝখানে কিছু প্রার্থী বাদ পড়েছে এবং কিছু শিক্ষার্থী প্রার্থিতা বাতিল করে তাদের সার্টিফিকেট উঠিয়ে নেয়ার ফলে ৯৬১ মেধামান পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। বুয়েটে সব কার্যক্রম অনুমোদিত কমিটি/একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে করা হয়। এখানে রহস্যময়তার কারণ থাকার কোন সুযোগ নেই।